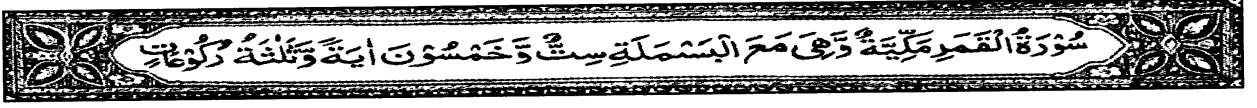


## সূরা আল্ কামার-৫৪ (হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

### অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসঙ্গ

এই সূরাটি পূর্ববর্তী ‘আন্ নাজ্‌মের’ অবতীর্ণ হওয়ার কাছাকাছি সময়ে নবুওয়াতের ৫ম বৎসরে অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা আন্ নাজ্‌ম কাফিরদেরকে এই সতর্কবাণী শুনিতে সমাপ্ত হয়েছিল যে তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। আর এই সূরা আরম্ভ হয়েছে অনুরূপ একটি সাবধানবাণী দ্বারা যে কাফিরদের ধ্বংসের নির্ধারিত সময় অতি সন্নিহিতে বরং দ্বারদেশে উপস্থিত। সূরা ‘কাফ’ থেকে আরম্ভ করে সূরা ‘ওয়াক্‌আ’ পর্যন্ত যে সাতটি সূরায় নবুওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়েই ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলো সন্নিবেশিত হয়েছিল, এই সূরাটি সেই সাতটি সূরার পঞ্চম স্থানীয়। এই সূরাগুলোতে আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব ও একত্ব, পুনরুত্থান, ওহী-ইলহাম ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলোকে প্রকৃতির নিয়ম-কানুন, মানবের বিবেক-বুদ্ধি, সাধারণ কাণ্ড-জ্ঞান এবং পূর্ববর্তী নবীগণের ইতিহাসের ভিত্তিতে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে। এই সূরাগুলোর এক একটিতে এক এক ধরনের যুক্তি প্রাধান্য পেয়েছে, অন্য যুক্তিগুলোকে কেবল স্পর্শ করেছে মাত্র। আলোচ্য সূরাটিতে মহানবী (সাঃ) এর দাবীর সত্যতা ও পুনরুত্থানের যথার্থতা, পূর্ববর্তী নবীগণের জাতিসমূহের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আলোচিত হয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে নূহ (আঃ) এর জাতি, ‘আদ’, ‘সামূদ’ জাতি ও লূত (আঃ) এর জাতির দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে। সূরার শেষদিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার দিকে, যে ভবিষ্যদ্বাণী পৌত্তলিক আরবদের ক্ষমতাচ্যুতি ও ধ্বংস পূর্বেই সূরা ‘নাজ্‌মের’ ৫৮ নং আয়াতে সাবধান-বাণীরূপে উচ্চারিত হয়েছিল।



## সূরা আল্ কামার-৫৪

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৫৬ আয়াত এবং ৩ রুকু

১। \*আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। \*প্রতিশ্রুত মুহূর্ত অত্যাসন্ন এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়ে গেছে<sup>২৮৯৬</sup>।

إِن تَرَبَّيْتُ السَّاعَةَ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ②

দেখুন : ক. ১ঃ১ খ. ২ঃ২।

২৮৯৬। খালি চোখে দেখা চন্দের দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনাটি প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিকূলে বা লংঘনে ঘটেছিল কিনা তা বলা মুশ্কিল। কিন্তু অকাটা ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণে সন্দেহাতীতভাবে সত্য সাব্যস্ত ঘটনাকে অস্বীকার করা আরো বেশী মুশ্কিল। ঐশী গুপ্ত-তত্ত্ব ও প্রকৃতির রহস্যাবলীর অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়েছে বা পূর্ণমাত্রায় বোধগম্য হয়েছে কিংবা সেগুলোর সকল কিছু উদ্ঘাটিত হয়েছে, এরূপ দাবী কেউই করতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে এরূপ কথাও কল্পনা করা যায় না বিশ্বের এক বিরাট এলাকা জুড়ে এমন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো, আর পৃথিবীর কোন মানমন্দিরে তা ধরা পড়লো না বা রেকর্ডভুক্ত হলো না কিংবা ইতিহাসের পাতায় তা লিপিবদ্ধ হলো না। কিন্তু দেখা যায়, বিশ্বস্ত হাদীসের গ্রন্থ ‘বুখারী’ ও ‘মুসলিম’ শরীফেও এই ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য হাদীস-বেত্তাগণ একের পর এক ক্রমাগতভাবে তা বর্ণনা করেছেন। এতে বুঝা যায়, এরূপ অস্বাভাবিক ধরনের একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য মহানবী (সাঃ) এর জীবদ্দশায় নিশ্চয়ই দেখা গিয়েছিল। কুরআনের তফসীরকারদের মধ্যে অনেকেই (যথাঃ ইমাম রাযী) এই ঘটনার জটিলতা দেখে বলেছেন, এই ঘটনাটি একটি চন্দ্র-গ্রহণ ছিল। ইমাম গাযালী ও শাহ ওলীউল্লাহ এই মতের সমর্থনে বলেন, চন্দ্র আসলে দ্বিখণ্ডিত হয়নি। তবে আল্লাহ এমনই কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন যে মানুষের চোখে চন্দ্রটি দ্বিখণ্ডিত বলে প্রতিভাত হয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস ও শাহ আব্দুল আযীযের মতেও এটা ছিল এক বিশেষ ধরনের চন্দ্র-গ্রহণ। যা হোক যে উদাত্ত ভাষায় এই ঘটনাটি কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে বিন্দু-বিসর্গ সন্দেহ থাকে না যে ব্যাপারটি চন্দ্র-গ্রহণের চাইতে অনেক বড় কিছু ছিল। অবিশ্বাসীরা মহানবী (সাঃ)কে বার বার অলৌকিকত্ব প্রদর্শনের জন্য গীড়াপীড়ি করছিল। তাই মহানবী (সাঃ) মু’জেযারূপে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইচ্ছায় এই ঘটনার অবতারণা করেছিলেন (বুখারী ও মুসলিম)। মনে হয়, এটা মহানবী (সাঃ) এর একটি উচ্চ পর্যায়ের দিব্য-দর্শন বা কাশ্ফ ছিল, যাতে কয়েকজন ‘সাহাবী’ ও কয়েকজন কাফিরকে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছিল, যেমনটি ঘটেছিল মূসা (আঃ) এর বেলায়। মূসা (আঃ) এর লাঠি চলন্ত সাপের মত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও ছিল এক উচ্চাঙ্গের দিব্য-দর্শন, যার প্রভাব বলয়ে ফেরাউনের যাদুকরদেরকে অন্তর্ভুক্ত রাখায় তারাও লাঠিকে চলন্ত সাপরূপে দেখেছিল। নবীগণের আত্মিক প্রভাবেই এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয়। মূসা (আঃ) যখন নিজের লাঠি দ্বারা সমুদ্র-জলে আঘাত করলেন তখন ছিল ঠিক ভাটার সময় এবং আল্লাহর ইচ্ছায় ব্যাপারটা একটা মু’জেযাতে পরিণত হলো। ঠিক এমনিভাবে হয়তোবা নবী করীম (সাঃ)কে আল্লাহ তাআলা এমনি একটি ‘চন্দ্র-দ্বিখণ্ডিত’ করে দেখাবার আদেশ দিলেন, যখন চন্দের ব্যাসের উপর দূরবর্তী মহাকাশের কোন গ্রহ বা তারকার স্বল্পস্থায়ী ছায়া পড়ার সময় ছিল, যার কারণে চন্দ্র দ্বিধাবিভক্ত দেখিয়েছিল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উত্তম ও আধ্যাত্মিক অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা এটাই যে চন্দ্র ছিল আরবদের জাতীয় প্রতীক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার নিদর্শন, যেমন সূর্য পারস্য জাতি-সত্তার প্রতীক। খয়বরের ইহুদী নেতা ইবনে আখতারের কন্যা সফিয়া যখন তার পিতার কাছে আপন স্বপ্ন বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, তিনি তার কোলে চন্দ্র পতিত হতে দেখেছেন তখন পিতা কন্যাকে সজোরে চপোটাঘাতে করে বললো, “তুই সারা আরবের অধিপতিকে বিবাহ করতে চাস?” খয়বর বিজয়ের পর মহানবী (সাঃ) এর সাথে সফিয়ার বিয়ে হওয়ার মাধ্যমে এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল (যুরকানী ও উসদুল গাব্বা)। এইরূপে হযরত আয়েশা(রাঃ) স্বপ্নে দেখেছিলেন, তাঁর গৃহে তিনটি চাঁদ পতিত হয়েছে। মহানবী (সাঃ), হযরত আবু বকর ও হযরত উমরের (রাঃ), এই বাসগৃহে একের পর এক, দাফনের মাধ্যমে এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয় (মুয়াত্তা, কিতাবুল জানায়েয)। ‘কমর’ (চন্দ্র) শব্দের এই তাৎপর্য অনুযায়ী এই আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায়, পূর্ববর্তী সূরার ৫৮ নং আয়াতে অবিশ্বাসী আরব জাতির ধ্বংসের যে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হয়েছে, এর সময় এসে গেছে। ‘আস্ সাআত’ (নির্দিষ্ট মুহূর্ত) বলতে এখানে নিকট ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য বদরের যুদ্ধের কথাই বলা হয়েছে, যে যুদ্ধে কুরায়শদের প্রায় সকল নেতা ও প্রধানরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল এবং এইভাবে তাদের ক্ষমতা-বিলুপ্তির ভিত্তি রচিত হয়েছিল। অতএব এই আয়াতটি একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী, যা ঘোষণার আট-নয় বৎসরের মধ্যেই সগৌরবে পূর্ণ হয়েছিল। উপরন্তু অনেক লেখকের মতে ‘ইনশাক্বাল কামারু’ কথাটির অর্থ হয়, ‘ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।’ এই অর্থ ধরলে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে, কুরায়শদের ক্ষমতা-বিলুপ্তি ও ধ্বংসের ক্ষণ উপস্থিত হয়ে গিয়েছে এবং এখন এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে নবী করীম (সাঃ) সত্য সত্যই আল্লাহর রসূল। ১০২৩ টীকাও দেখুন।

৩। <sup>১</sup>আর তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে রাখে এবং বলে, ‘(এতো) চিরাচরিত যাদু<sup>২৮৭৭</sup>।’

وَأَن يَّرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَعِزٌّ

৪। আর তারা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজেদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করেছে (এবং তাড়াহুড়ো করেছে), অথচ প্রত্যেক আদেশ (যথাসময়ে) কার্যকর হয়ে থাকে<sup>২৮৭৮</sup>।

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقَرٌّ

৫। আর তাদের কাছে এমন কিছু সংবাদ পৌঁছেছে যাতে কঠোর হুঁশিয়ারী ছিল,

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْآبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ

৬। (এ ছাড়া) প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রজ্ঞা(ও) ছিল। তথাপি <sup>২</sup>সতর্কবাণী তাদের কোন কাজে এল না।

حِكْمَةٌ بِالْغَةِ فَمَا تَتَغَنَّ النَّذْرُ

৭। সুতরাং তুমি তাদের উপেক্ষা কর। তারা সেদিনটি (দেখবে) যখন আহ্বানকারী এক ভয়ঙ্কর অপছন্দনীয় বিষয়ের (অর্থাৎ আযাবের) দিকে আহ্বান করবে।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ تُكْرَهُ

৮। <sup>৩</sup>(তখন) তাদের দৃষ্টি লাঞ্ছনায় অবনত থাকবে। তারা কবর<sup>২৮৭৯</sup> থেকে (এমনভাবে) বের হবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল।

خُشْعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ

৯। <sup>৪</sup>তারা আহ্বানকারীর<sup>২৯০০</sup> দিকে দৌড়াতে থাকবে। অস্বীকারকারীরা বলতে থাকবে, ‘এ বড়ই কঠিন দিন।’

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَيسٍ

১০। এদের পূর্বে নূহের<sup>২৯০১</sup> জাতিও <sup>৫</sup>প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর তারা আমাদের বান্দাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং বলেছিল, ‘সে তো এক <sup>৬</sup>উন্মাদ এবং বিতাড়িত (এক ব্যক্তি)।’

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ

দেখুন : ক. ২১ঃ৩ খ. ১০ঃ১০২ গ. ৭০ঃ৪৫ ঘ. ১৪ঃ৪৪; ৩৬ঃ৫২ ঙ. ৬ঃ৩৫; ২২ঃ৪৩; ৩৫ঃ২৬; ৪০ঃ৬ চ. ২৩ঃ২৬।

২৮৯৭। ‘মুস্তামির’ অর্থ (১) চলমান, অস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী, (২) বহমান, অবিরাম, (৩) শক্তিমান, দৃঢ় (আকরাব)।

২৯৯৮। কুরায়শদের ক্ষমতা-বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেছেন, আর আল্লাহর হুকুম বা সিদ্ধান্ত কখনো টলে না।

২৮৯৯। ‘আজদাস’ অর্থ কবর, এখানে কাফিরদের গৃহকে বুঝাচ্ছে। কুরআনের অনেক স্থলে কাফিরদেরকে মৃতের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে বা মৃত বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা তারা আত্মিক জীবন থেকে একেবারেই আত্ম-বঞ্চিত (২৭ঃ৮১ ৩৫ঃ২৩)।

২৯০০। এই আয়াতে এবং পূর্ববর্তী দুটি আয়াতে মক্কার কুরায়শদের ক্ষমতা বিলুপ্তি ও চূড়ান্ত পতনের দিনের দৃশ্য কি চমৎকারভাবেই না বর্ণিত হয়েছে। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব যে মুহাম্মদ (সাঃ)কে কুরায়শরা মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছিল এবং তাঁর শিরোচ্ছেদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিল, আজ তাঁকে রাজধানী মক্কা নগরীর সিংহদ্বারে মহাবিজয়ীর মহিমায় তাদের উপর আদেশপ্রদানকারী ও সমনজারীকারী রূপে দেখতে পেয়ে তারা বিভ্রান্ত, ভীতি-বিহ্বল ও হতভম্ব হয়ে পড়লো।

২৯০১। নূহ (আঃ) এর জাতি, ‘আদ’ ও ‘সামূদ’ জাতি এবং লূত(আঃ) এর জাতির কাহিনী বার বার কুরআন শরীফে উল্লেখিত হয়েছে। কারণ এই জাতিগুলো হেজাজের নিকটবর্তী এলাকার সীমান্তের ওপারে বসবাস করতো। তাদের ইতিহাস আরবদের অনেকটা জানা ছিল এবং তাদের সাথে বাণিজ্যিক লেন-দেন ছিল। নূহ (আঃ) এর জাতির বসবাস ছিল আরবের উত্তর-পূর্ব ইরাকে। ‘আদ’ উপজাতি বাস করতো ইয়েমেন ও হাযারামাউত এলাকায় যা এখন আরবেরই দক্ষিণাংশ। ‘সামূদ’ উপজাতি ছিল উন্নত ও সমৃদ্ধ। তারা আরবের উত্তর-পশ্চিমে হেজাজ থেকে ফিলিস্তিন পর্যন্ত এলাকায় বিস্তৃত ছিল। আর লূত(আঃ) এর হতভাগ্য জাতি বাস করতো সদোম, ঘমোরা ও ফিলিস্তীনে।

১১। তখন সে তার প্রভু-প্রতিপালককে (এই বলে) ডেকেছিল, 'নিশ্চয় আমি পরাস্ত হয়ে গেছি। অতএব তুমি আমাকে \*সাহায্য কর।'

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ﴿١١﴾

১২। তখন আমরা অবিরাম বর্ষণরত পানির মাধ্যমে আকাশের দুয়ার খুলে দিলাম।

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَرٍ ﴿١٢﴾

১৩। \*আর আমরা ঝরণার আকারে ভূমিকে বিদীর্ণ করে দিলাম। অতএব পানি<sup>২০২</sup> এরূপ এক উদ্দেশ্যে একত্র হয়ে গেল, যা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত করে রাখা হয়েছিল।

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٣﴾

১৪। আর \*আমরা তাকে (অর্থাৎ নূহকে) তজ্জা ও পেরেক (নির্মিত নৌকায়) আরোহণ করালাম।

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَاجِ وَدُسُرٍ ﴿١٤﴾

১৫। এ (নৌকাটি) আমাদের \*চোখের সামনে (আমাদের নিরাপত্তায়) চলছিল। (আর) এটা ছিল সেই ব্যক্তির জন্য পুরস্কারস্বরূপ যাকে অস্বীকার করা হয়েছিল।

تَجَرَّيْ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿١٥﴾

১৬। \*আর নিশ্চয় আমরা এ (নৌকাকে) এক বড় নিদর্শনে পরিণত করলাম। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?\*

وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿١٦﴾

১৭। অতএব (দেখ)! কিরূপ ছিল আমার আযাব ও আমার সতর্কীকরণ!

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ ﴿١٧﴾

১৮। আর নিশ্চয় আমরা কুরআনকে উপদেশ গ্রহণ (করার ও স্মরণ রাখার)<sup>২০৩</sup> জন্য \*সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿١٨﴾

দেখুন : ক. ২৩ঃ২৭; ২৬ঃ১১৮-১১৯ খ. ১১ঃ৪১ গ. ২৬ঃ১২০; ২৯ঃ১৬ ঘ. ১১.৪২-৪৩ ঙ. ২৯ঃ১৬ চ. ১৯ঃ৯৮; ৪৪ঃ৫৯।

২৯০২। আকাশ থেকে মৃষলধারে ক্রমাগত বৃষ্টিপাত হতে লাগলো এবং ভূগর্ভ থেকেও স্রোতের মত পানি উঠতে লাগলো। উভয় পানি মহাপ্রাবনের সৃষ্টি করলো এবং দেখতে দেখতে সমস্ত দেশ ডুবিয়ে দিয়ে সমুদ্রের রূপ ধারণ করলো। আর এইভাবেই নূহ (আঃ) এর অত্যাচারী-অবিশ্বাসী জাতি ডুবে মরলো।

★[১৩-১৬ আয়াতে যহরত নূহ (আঃ) এর নৌকার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এ নৌকা কাঠের তজ্জা ও পেরেক দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। এথেকে বুঝা যায় যহরত নূহ (আঃ) এর যুগে শিল্প ও প্রযুক্তিতে মানুষ এত উন্নতি করেছিল যে তারা লোহার ব্যবহারে পারদর্শী হয়ে গিয়েছিল। আর সম্ভবত তারা কাঠের তজ্জা বানানোর জন্য করাতও বানাতে পারতো।

এ নৌকা সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ নিদর্শনটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে ঈমানবর্ধক প্রমাণিত হবে। এতে এ সম্ভাবনারও সৃষ্টি হয়েছে, যহরত নূহ (আঃ) এর নৌকা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি নিদর্শনরূপে সংরক্ষণ করা হয়েছে। যদিও খৃষ্টানরা কুরআন করীমের এ বর্ণনার কোন খবর রাখে না, তবুও যহরত নূহ (আঃ) এর এ নৌকা একটি নিদর্শনরূপে কোথাও না কোথাও সংরক্ষিত আছে বলে তারা মনে করেন। সর্বত্র এ নৌকার অনুসন্ধান চলছে। কুরআনী আয়াতের সূত্রে এ নৌকার সন্ধানের জন্য আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকেও কিছু লোক এ কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। আমার গবেষণা অনুযায়ী এ নৌকা মৃত সাগরের (Dead sea) তলদেশে সংরক্ষিত রয়েছে এবং যথাসময়ে এটি বের করে আনা হবে। (যহরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের (রাহে:) কর্তৃক উদ্ভূত অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)।

২৯০৩। কুরআন অন্য অর্থেও সহজ করা হয়েছে, এইভাবে যে পূর্ববর্তী ধর্ম-গ্রন্থাবলীর শাস্ত ও চিরস্থায়ী শিক্ষাগুলো এতে স্থান লাভ করেছে। অবশ্য এই কথাও সত্য, অনেক নতুন যুগোপযোগী শিক্ষা যা সমসাময়িক ও ভবিষ্যৎ মানবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অত্যাৱশ্যক ছিল অথচ পুরানো গ্রন্থাবলীতে তা ছিল না, সেগুলোও এতে সংযোজিত হয়েছে (৯৮ঃ৪৪)। আল্লাহ তাআলার সঠিক পরিচিতির মহামূল্য সম্পদ এবং সেই অজানার অন্তহীন নিগূঢ় রহস্যাবলী যা কুরআন করীমে রয়েছে, সেইগুলোর ভাণ্ডার এ সকল অল্প সংখ্যক সৌভাগ্যশালী ধার্মিক লোকদের অদৃষ্টেই জোটে, যারা নিজেদের বিশেষ অন্তর্দৃষ্টিকে সর্বক্ষণ অনন্তর সন্ধান নিয়োজিত রাখেন এবং সুদীর্ঘ ও সুকঠিন সাধনার পথ বেয়ে বেয়ে ঐশী সান্নিধ্যে উপনীত হন ও আল্লাহ তাআলা কর্তৃক পরিশুদ্ধ হন (৫৬ঃ৮০)।

১৯। \*‘আদ’ (জাতিও) প্রত্যাখ্যান করেছিল। সুতরাং (দেখ)!  
কিরূপ ছিল আমার আযাব ও সতর্কীকরণ!

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿١٩﴾

২০। নিশ্চয় \*আমরা এক দীর্ঘস্থায়ী অশুভ দিনে<sup>২০০৪</sup> তাদের  
ওপর এক প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন বায়ু পাঠিয়েছিলাম,

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ  
مُتَتَابِعٍ ﴿٢٠﴾

২১। যা মানুষকে \*মূলোৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ডের ন্যায়  
আঁছড়ে ফেলছিল।

تَنَزَّعُ النَّاسُ كَانْتِهَامِ الْعِجَازِ مُنْقَعِرٍ ﴿٢١﴾

২২। অতএব (দেখ)! কিরূপ ছিল আমার আযাব ও  
সতর্কীকরণ!

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿٢٢﴾

১ ২৩। আর নিশ্চয় আমরা কুরআনকে উপদেশ গ্রহণ (করার ও  
[২৩] স্মরণ রাখার) জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন  
৮ উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٢٣﴾

২৪। \*‘সামূদ’ (জাতিও) সতর্ককারীদের মিথ্যাবাদী আখ্যা  
দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল<sup>২০০৫</sup>।

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٤﴾

★ ২৫। আর তারা বলেছিল, ‘আমরা কি আমাদেরই একজনকে  
অনুসরণ করবো? তাহলে আমরা অবশ্যই মারাত্মক ভুল  
করবো এবং পাগলামোর (শিকার) হব<sup>২০০৬</sup>।

فَقَالُوا أَبَشْرًا مِثْلًا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِئَ  
صَلِيلٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٥﴾

২৬। \*আমাদের মাঝ থেকে কি শুধু এরই প্রতি উপদেশবাণী  
অবতীর্ণ করা হয়েছে? আসলে এ তো চরম মিথ্যাবাদী ও  
দাষ্টিক।’

ءَاَلَيْكَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ  
أَشِرٌّ ﴿٢٦﴾

২৭। তারা আগামীকাল (অর্থাৎ অচিরেই) অবশ্যই জেনে  
যাবে কে চরম মিথ্যাবাদী (ও) দাষ্টিক।

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُّ ﴿٢٧﴾

দেখুন : ক. ২৬.১২৪ খ. ৪১ঃ১৭; ৬৯ঃ৭ গ. ৬৯ঃ৮ ঘ. ৬৯ঃ৫ ঙ. ৩৮ঃ৯।

২৯০৪। এই আয়াতের অর্থ এই নয় যে কোন একটি বিশিষ্ট সময় যা শুভ বা অশুভ, ভাগ্যসূচক বা দুর্ভাগ্যসূচক। তবে এর অর্থ এতটুকুই  
যে ঐ (শান্তির) দিনটা ‘আদ’জাতির জন্য বড়ই দুর্ভাগ্যজনক ছিল।

২৯০৫। যেহেতু সকল নবীই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নিয়োজিত হন এবং সকল নবীই তাদের ওহী-ইলহাম ও শিক্ষামালা একই ঐশী  
উৎস থেকে প্রাপ্ত হন এবং একই মৌলিক সত্য ও তত্ত্ব ঐ শিক্ষামালারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, সেহেতু একজন নবীকে অস্বীকার করলে  
কার্যত সকল নবীকেই অস্বীকার করা হয়ে যায়। সে কারণেই ‘আদ’ ও ‘সামূদ’ জাতি এবং নূহ(আঃ) ও লূত(আঃ) এর জাতি নিজ নিজ  
জাতির বিশিষ্ট নবীকে অস্বীকার করলেও এই আয়াতে তাদেরকে ‘নবীগণের’ অস্বীকারকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

২৯০৬। ‘সূরিয়’ মানে সে উত্তপ্ত বায়ু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, সে পাগল হয়ে গিয়েছিল। ‘সউর’ অর্থ উন্মত্ততা বা পাগলাবস্থা, ভূতে  
পাওয়া অবস্থা, শাস্তি, চরম উত্তাপ, ক্ষুধা, বা তৃষ্ণা, রাগ, বেদনা (লেইন)।

২৮। নিশ্চয় আমরা তাদের পরীক্ষার জন্য এক \*উটনী পাঠাবো। সুতরাং (হে সালেহ) তুমি তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখ এবং ধৈর্য ধর।

إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَامْرُتَقِبْهُمْ  
وَاصْطَبِرْ ﴿٢٨﴾

★ ২৯। আর তাদেরকে জানিয়ে দাও, তাদের মাঝে নিশ্চয় পানি ভাগ করে দেয়া হয়েছে। (পানি) পানের পালা মেনে চলতে<sup>২৯০৭</sup> হবে।

وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ  
مُّخْتَصَرٌ ﴿٢٩﴾

★ ৩০। কিন্তু তারা তাদের সঙ্গীকে ডাকলো। আর সে উদ্যত হয়ে এ (উটনীকে) আঘাত করে (এর) \*পায়ের রগ কেটে দিল।

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿٣٠﴾

৩১। অতএব (দেখ)! কিরূপ ছিল আমার আযাব এবং সতর্কীকরণ!

كَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ﴿٣١﴾

৩২। নিশ্চয় আমরা তাদের ওপর এক বিকট শব্দের (আযাব) পাঠালাম। তখন তারা কর্তিত ফসলের পদদলিত শুকনো মূলের ন্যায় হয়ে গেল<sup>২৯০৮</sup>।

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا  
كَهَشِيمِ الْمَخْتَضِرِ ﴿٣٢﴾

৩৩। আর নিশ্চয় আমরা কুরআনকে উপদেশ গ্রহণ (করার ও স্মরণ রাখার) জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٣٣﴾

৩৪। \*লূতের জাতিও সতর্ককারীদের মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذْرِ ﴿٣٤﴾

৩৫। \*নিশ্চয় আমরা লূতের পরিবার ছাড়া তাদের সবার ওপর পাথর (বর্ষণকারী) ঝড় পাঠিয়েছিলাম। আমরা তাদের (অর্থাৎ লূতের পরিবারকে) প্রত্যুষে রক্ষা করেছিলাম

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَيْنَاهُمْ  
بَسْجِرٍ ﴿٣٥﴾

৩৬। আমাদের পক্ষ থেকে অনুগ্রহরূপে। এভাবেই আমরা কৃতজ্ঞদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।

نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿٣٦﴾

দেখুন : ক. ৭ঃ৭৪; ১১ঃ৬৫; ১৭ঃ৬০ খ. ৭ঃ৭৮; ১১ঃ৬৬; ২৬ঃ১৫৮; ১৯ঃ১৫ গ. ২৬ঃ১৬১ ঘ. ২৫ঃ৪১; ২৬ঃ১৭৪।

২৯০৭। 'শর্ব' হলো 'শারিব' থেকে উৎপন্ন ক্রিয়া-বিশেষ্য। 'শিরব' অর্থ পানীয় জল, এক ঢোক পানি, পানির যে অংশটুকু একজনের ভাগে পড়ে, পশুর পানের জন্য কিংবা ক্ষেতে দিবার জন্য প্রয়োজনীয় পানি পাওয়ার অধিকার, যে স্থলে পানি দেয়া হয়, পানির পালা, 'শুরব' অর্থ পানি পান করার কাজ (লেইন)।

২৯০৮। অবিশ্বাসীদের একেবারে ধ্বংস করা হলো। অথবা আল্লাহর কাছে তাদের অবস্থা কেটে ফেলা ফসলের পদদলিত মূলের ন্যায় হয়ে গেল।

৩৭। আর নিশ্চয় সে (অর্থাৎ লূত) আমাদের শাস্তি সম্পর্কে তাদের সতর্ক করেছিল। কিন্তু তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে গেল।

وَلَقَدْ آتَيْنَاهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ۝

৩৮। আর তারা তাকে তার মেহমানদের বিরুদ্ধে ফুসলাতে চেয়েছিল। তাই আমরা তাদের চোখ জ্যোতিহীন করে দিলাম<sup>২৯০৯</sup>। অতএব তোমরা আমার আযাব এবং আমার সতর্কীকরণের স্বাদ ভোগ কর।

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَسَّيْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ۝

৩৯। আর নিশ্চয় খুব ভোরেই তাদের ওপর এক দীর্ঘস্থায়ী আযাব এসে পড়লো।

وَلَقَدْ صَبَحَهُمْ بُكُورٌ عَدَابٌ فَاسْتَغَارَ ۝

৪০। (আমরা তাদের বললাম,) ‘তোমরা এখন আমার আযাব ও আমার সতর্কীকরণের স্বাদ ভোগ কর।’

فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ۝

৪১। আর নিশ্চয় আমরা কুরআনকে উপদেশ গ্রহণ (করার ও স্মরণ রাখার) জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ۝

৪২। আর ফেরাউনের জাতির কাছেও নিশ্চয় সতর্ককারীরা এসেছিল।

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۝

৪৩। \*তারা আমাদের সব ধরনের নিদর্শন অস্বীকার করেছিল। অতএব আমরা এক মহাপরাক্রমশালী শক্তির ধরে ফেলার ন্যায় তাদেরকে শক্তভাবে ধরে ফেললাম<sup>২৯১০</sup>।

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ۝

৪৪। (হে মক্কাবাসীরা!) তোমাদের যুগের অস্বীকারকারীরা কি তাদের চেয়ে উত্তম? অথবা ঐশী পুস্তকে (আযাব থেকে) তোমাদের \*রেহাই পাওয়ার কোন (কথা লিপিবদ্ধ) আছে কি<sup>২৯১১</sup>?

أَفَأَنْتُمْ خَيْرٌ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ كَفَرُوا بِآيَاتِهِ فِي الْذُرِّ ۝

দেখুন : ক. ২০ঃ৫৭ খ. ২ঃ৮১।

২৯০৯। লূতের (আঃ) জাতি তাঁর অতিথিগণকে ধরে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা লুকিয়েছিল বলে মনে হয়। তাই তারা অতিথিগণকে দেখতে পেল না। এই অর্থও হতে পারে, আল্লাহ্ তাআলা এমন ব্যবস্থাই করলেন যে লূতের জাতির মনোযোগ অন্যদিকে ফিরে গেল।

২৯১০। ফেরাউন অতি প্রতাপান্বিত বাদশাহ্ ছিল। সে নিজেকে “বনী ইসরাঈলীদের অবিসম্বাদিত প্রভু” বলে মনে করতো (৭৯ঃ২৫)। অতএব মূসা(আঃ) ও হারুন (আঃ) এর প্রভু, যিনি সত্যিকার সর্বশক্তিমান, তিনি সেই ‘স্ব-ঘোষিত প্রভু’ ফেরাউনের বিরুদ্ধে এমন শক্তি প্রয়োগ করলেন যার ফলে সে একেবারে উৎখাত হয়ে গেল।

২৯১১। অবিশ্বাসী পৌত্তলিক কুরায়শদেরকে এ আয়াতে নূতন ধরনের সতর্কবাণী শুনানো হয়েছে এবং তা হচ্ছে, তোমরা ঐ সকল জাতি থেকে কোন অংশে উত্তম যারা নূহ, হূদ, লূত, সালেহ বা মূসা (আলাইহিমুস সালাম)কে প্রত্যাখ্যান করেছিল? তোমরা কি ঐশী গ্রন্থাবলীতে নিজেদের সম্বন্ধে এমন কোন প্রতিশ্রুতি পেয়েছ যে মহানবী (সাঃ) কে প্রত্যাখ্যান করলেও তোমরা শাস্তি পাবে না?

৪৫। তারা কি বলে, ‘আমরা এক বিজয়ী দল’?

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَيْعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٤٥﴾

৪৬। \*অবশ্যই এ বিশাল দলকে পরাস্ত করা হবে<sup>২৯১২</sup> এবং তারা পিটটান দিয়ে (পালাবে)।

سَيُهْزَمُ الْجَنْعُ وَيُوْلَوْنَ الدُّبُرَ ﴿٤٦﴾

৪৭। বরং তাদেরকে (ধ্বংসের) মুহূর্তের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এবং সেই মুহূর্ত অত্যন্ত কঠোর ও ভীষণ তিক্ত হবে।

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْيٌ وَامْرُؤٌ ﴿٤٧﴾

৪৮। নিশ্চয় অপরাধীরা বিভ্রান্তিতে ও দহনকারী আযাবে থাকবে।

إِنَّ النُّجُومِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٨﴾

৪৯। সেদিন তাদের অধোমুখী করে আগুনে হেঁচড়িয়ে নেয়া হবে<sup>২৯১৩</sup>। (তাদের বলা হবে,) ‘তোমরা জাহান্নামের (আযাবের) স্বাদ ভোগ কর।’

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٩﴾

৫০। নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক বস্তুকে এক \*যথাযথ পরিমাপে সৃষ্টি করেছি<sup>২৯১৪</sup>।

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٥٠﴾

৫১। আর আমাদের আদেশ \*চোখের পলক ফেলার ন্যায়<sup>২৯১৫</sup> এক নিমিষেই (কার্যকর হয়)।

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥١﴾

৫২। আর নিশ্চয় আমরা তোমাদের মত বহু দলকে (পূর্বেও) ধ্বংস করেছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ شَكِرٍ ﴿٥٢﴾

দেখুন : ক. ৩ঃ১৩; ৮ঃ৩৭; ৩৮ঃ১২ খ. ১৫ঃ২২; ২৫ঃ৩ গ. ৭ঃ১৮৮; ১৬ঃ৭৮।

২৯১২। মক্কার সেনাবাহিনী যে অতি শীঘ্রই মুসলমানদের হাতে চরম পরাজয় বরণ করবে তার সুনির্দিষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভবিষ্যদ্বাণী এই আয়াতে রয়েছে এবং অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই ‘বদরের যুদ্ধে’ এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা জগদ্বাসী দেখতে পেয়েছে। এই অসম যুদ্ধে মুসলমানদের অবস্থা সর্বতোভাবে এতই প্রতিকূল ছিল যে তা বর্ণনা করা কঠিন। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হলো তখন মহানবী (সাঃ) তাঁর প্রার্থনাতাবুতে গিয়ে বিনীত-বিগলিত চিন্তে মর্মস্পর্শী ভাষায় আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, “হে আমার প্রভু! আমি তোমার কাছে সকাতর প্রার্থনা জানাই, তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি পালন কর। যদি এই ক্ষুদ্র মুসলিম দলটি আজ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তোমার ইবাদত পৃথিবীতে আর কখনো প্রতিষ্ঠিত হবে না’ (বুখারী)। প্রার্থনা শেষ করে হযূর (সাঃ) তাবু থেকে বের হয়ে এলেন এবং যুদ্ধ-ময়দানের দিকে মুখ করে এই আয়াতটি পাঠ করলেনঃ ‘অবশ্যই এ বিশাল দলকে পরাস্ত করা হবে এবং তারা পিটটান দিয়ে (পালাবে)।’

২৯১৩। বদরের পরাজয় কুরায়শদের জন্য ছিল সত্য সত্যই একটি ধ্বংসাত্মক মহা বিপর্যয়। তাদের প্রতাপ ও মর্যাদা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। তাদের নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই নিহত হলো এবং তাদের মৃতদেহগুলো টেনে-হাঁচড়িয়ে গর্তে নিক্ষেপ করা হলো। মহানবী (সাঃ) ঐ গর্তের কিনারায় গেলেন এবং মৃত দেহগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, “তোমরা কি তোমাদের প্রভুর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে দেখেছ? আমি তো আমার প্রভুর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে স্বচক্ষে দেখলাম”। (বুখারী, কিতাবুল মাগাজী) এভাবেই এই সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীটি শান-শওকতের সাথে পূর্ণ হয়েছিল।

২৯১৪। প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ আছে, নির্ধারিত সময় ও নির্ধারিত স্থান আছে।

২৯১৫। বদরের যুদ্ধক্ষেত্রে মক্কাবাসীদের পরাজয় ছিল বিনা মেঘে বজ্রঘাতস্বরূপ। এটা ঘটেছিল অতি দ্রুত, অকস্মাৎ। এটা সম্পূর্ণ সর্বব্যাপী। কেদর এর (কুরায়শদের আদিপুরুষের) গৌরব-রবি চোখের পলকে সেদিন অন্তমিত হলো।



৫৩। ১০ আর তাদের সব কৃতকর্ম কিতাবসমূহে (লিপিবদ্ধ) আছে<sup>২৯১৬</sup>।

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٣﴾

৫৪। আর ছোট ও বড় সবকিছুই লিপিবদ্ধ আছে।

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَقَرٌّ ﴿٥٤﴾

৫৫। নিশ্চয় মুত্তাকীরা জান্নাতসমূহে থাকবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে (থাকবে)<sup>২৯১৭</sup>

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٥﴾

৩  
[১৫] ৫৬। এক চিরস্থায়ী মর্যাদার আসনে, সর্বশক্তিমান অধিপতির  
১০ সান্নিধ্যে।

فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٦﴾

দেখুন : ক. ১৮ঃ৫০;৪৫ঃ৩০।

২৯১৬। মানুষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্ম, তা সে ভালই হোক আর মন্দই হোক, কার্যকারণ পরাম্পরায় অনিবার্য ফলোৎপাদন করে থাকে এবং এর অমোচনীয় ছাপ সংরক্ষিত থেকে যায়।

২৯১৭। নদ-নদী ছাড়াও 'নাহার' এর অন্য অর্থ আছে-যেমন, প্রাচুর্য, স্বাচ্ছন্দ্য, জ্যোতি (আকরাব)।